গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৪
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.moca.gov.bd)

নম্বর : ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২২.০৬২.২১.৩৭৮

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ১৯/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত সারসংক্ষেপের সাথে উপস্থাপিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০২৩' অনুমোদিত হয়েছে।

০২। অনুমোদিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০২৩' ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাঃ

(শারাবান তাহুরা)
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫১০০৮২৯
ই-মেইল:ds2@moca.gov.bd

নম্বর : ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২২.০৬২.২১.৩৭৮

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৯ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ০১, মিন্টু রোড, বিএসএল ভবন, রমনা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, রমনা, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।
৮। নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলা একাডেমি, রমনা, ঢাকা।
১০। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।
১১। পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, নারায়ণগঞ্জ।
১২। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (অনুমোদিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০২৩' বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৩। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা।
১৪। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান।
১৫। পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার।
১৬। পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি।
১৭। উপপরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী।
১৮। উপপরিচালক, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
১৯। উপপরিচালক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।
২০। সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (লাইব্রেরি) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

১৯/০৭/২০২৩

(শারাবান তাহুরা)
উপসচিব

জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. ভূমিকা:

রূপকল্প ২০৪১-এর পথ ধরে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে। উন্নত দেশে উন্নীত হওয়া আর কোনো দূরের স্বপ্ন নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে তাই এখন মূর্ত হয়ে উঠছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। সোনার মানুষ গড়াটাই হলো এ মুহূর্তের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার একমাত্র পরীক্ষিত পথ জ্ঞাননির্ভর, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক একটি সমাজ গড়ে তোলা। আর এক্ষেত্রে মানবসভ্যতার বিকাশের সূচনালগ্ন থেকে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অবিসংবাদিত।

আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি গ্রন্থাগারমুখী অবারিত ও আনন্দময় স্বশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল একটি দেশ। দেশের এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সভ্যতার বিকাশে, সর্বস্তরের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় এবং জনগণের জীবনব্যাপী স্বশিক্ষায় সহায়তা প্রদানে, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও অর্জিত শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কারের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মুক্ত চিন্তার বিকাশে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ যেমন- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন, বিগ ডাটা এনালাইসিস, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির স্বপ্নযাত্রাকে ত্বরান্বিত করছে।

গ্রন্থাগারের এই সনাতন ও সার্বজনীন ভূমিকার সঙ্গে সাম্প্রতিককালে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যের যোগানদানের দায়িত্বও যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থাগার পরিসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগ। তথ্য আজ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেও তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে বলা হচ্ছে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তথ্যসমৃদ্ধ করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাকে উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকার আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় সরকার দুই দশকের বেশি সময় পূর্বে এ বিষয়ে সময়োপযোগী ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারই ফলশ্রুতিতে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বর্তমান সময় ও আগত ভবিষ্যতের চাহিদাকে সামনে রেখে এই নীতিমালা হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে সময় সময় এ নীতিমালা পরিবর্তিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে।

অধ্যায়-১

১. শিরোনাম, অধিক্ষেত্র ও ব্যাখ্যা:

১.১ **শিরোনাম**: এ নীতিমালা 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি ২০২৩' নামে অভিহিত হবে।

১.২ **অধিক্ষেত্র**: এ নীতিমালা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সকল সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.৩ **ব্যাখ্যা**: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এই নীতিতে

(ক) **'গ্রন্থাগার নীতি'** অর্থ বিদ্যমান সকল প্রকার গ্রন্থাগার পরিচালনার যাবতীয় নিয়ম-নীতি;

(খ) **'দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি'** অর্থ প্রাচীন এবং হাতে লেখা পাঠসামগ্রী;

(গ) **'কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস (CAS)'** অর্থ পাঠককে নতুন বা সাম্প্রতিক সংগ্রহ সম্পর্কে জানানোর সেবা পদ্ধতি;

(ঘ) **'ইউনিয়ন ক্যাটালগ'** অর্থ কয়েকটি গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ কার্ডের একটি সম্মিলিত সংকলন যেখানে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারসমূহের ক্যাটালগের বর্ণনা থাকবে;

(ঙ) **'ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে'** অর্থ ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের বিশেষ কৌশল।

অধ্যায়-২

২. ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী:

২.১ রূপকল্প (ভিশন):

সংস্কৃতিমনস্ক মেধাবী জাতি।

২.২ অভিলক্ষ্য (মিশন):

তথ্য সম্পদ ও পরিষেবায় অবাধ ও গণতান্ত্রিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে গ্রন্থাগারের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২.৩ লক্ষ্য:

বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহের জন্য জাতীয় নীতি প্রণয়নের লক্ষ্য হলো এমন একটি সার্বজনীন কাঠামো স্থাপন করা যার উপর ভিত্তি করে দেশব্যাপী একটি আধুনিক ও টেকসই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে যা পরবর্তী প্রজন্মের জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

২.৪ উদ্দেশ্যাবলী:

১. দেশের সকল নাগরিকের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা।

২. সাহিত্যমনস্ক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি ও সমাজ গঠন করা।

৩. চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারসহ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা।

৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার বিকাশে প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করা ।

৫. মানসম্পন্ন বইয়ের উৎপাদন ও প্রকাশনায় সহায়তা, প্রচার করা এবং সেগুলো যুক্তিসংগত মূল্যে জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করা।

৬. জাতীয় থেকে গ্রামীণ স্তরে একটি গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং পুরো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি চালু করা।

৭. গ্রন্থাগারে পড়ার সুযোগের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা ।

৮. সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা, মাদকাসক্তি বা অনুরূপ নেতিবাচক প্রভাব (বিশেষত যুবসমাজের মধ্যে) রোধে ভূমিকা রাখা।

৯. মানসম্মত পুস্তক বা গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রকাশনা বৃদ্ধি করা।

১০. কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রণীত নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

অধ্যায়-৩

৩. গ্রন্থাগার নীতি

৩.১ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ রক্ষার জন্য সকল গ্রন্থাগারে আধুনিক, উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা।

৩.২ গণগ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ক্রমান্বয়ে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা, যাতে যে কোনো নাগরিক তাঁর বাসস্থানের দুই কিলোমিটারের মধ্যে একটি গণগ্রন্থাগার বা এর শাখা গ্রন্থাগার থেকে পরিষেবা পেতে পারেন।

৩.৩ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু করা।

৩.৪ সরকার গ্রন্থাগারের জন্য অনুদান প্রদান করতে পারবে। পুস্তক/পাঠসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অনুদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে। পুস্তক/পাঠসামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেসরকারি সহায়তাকে উৎসাহ যোগাবে।

৩.৫ গণগ্রন্থাগারের জন্য দেশি/বিদেশি গ্রন্থ ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়-নীতি অনুসরণ করা।

৩.৬ গ্রন্থাগার কার্যক্রম উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানসহ বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩.৭ কার্যকর পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করার জন্য পেশাদার/প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক দ্বারা পরিচালনা করা।

৩.৮ সেবার মান উন্নয়নের জন্য গণগ্রন্থাগারের সকল কারিগরি পদে পেশাজীবী নিয়োগ করা।

৩.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পেশাদার গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দেওয়া। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক নেই সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে শিক্ষক/কর্মচারীকে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সচল রাখা।

৩.১০ মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী সকল ধরনের জ্ঞান ও সৃজনশীল বই রাখা।

৩.১১ দেশের যেসব গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ আছে সেগুলো আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া গণগ্রন্থাগার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পত্রিকা ও অন্যান্য পাঠসামগ্রী জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার-এ প্রেরণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও কার্যকরী নেটওয়ার্ক তৈরী করবে।

৩.১২ পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উদ্যোগে যেসব বেসরকারি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সেগুলোকে যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান করা এবং আন্তঃগ্রন্থাগার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ভিশন-২০৪১ অনুযায়ী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেটে তার প্রতিফলন নিশ্চিত করা।

৩.১৩ বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিদ্যমান গ্রন্থাগার/তথ্যসেলগুলো শক্তিশালীকরণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.১৪ ইউনিয়ন ক্যাটালগ (Union Catalogue) তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগারে Current Awareness Service পদ্ধতি চালু করা এবং প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে সংগ্রহের পৃথক পৃথক হালনাগাদ তালিকা প্রণয়নে উৎসাহ প্রদান করা, সেই সঙ্গে নিয়মিতভাবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জির প্রকাশ নিশ্চিত করা।

৩.১৫ দেশের সকল গ্রন্থাগারে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মিত সেবাদানের পাশাপাশি ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং এবং ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত থেকে দেশের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে তথ্য সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা।

৩.১৬ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লকচেইন, অটোমেশন ইত্যাদি ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৩.১৭ সরকার প্রয়োজনে যে কোনো সময়ে এ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

৩.১৮ এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, ২০০১' রহিত হবে। তবে 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, ২০০১' এর আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম 'জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০২৩' এর আওতায় গৃহীত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(খলিল আহমদ)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।